গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৯.২০১৫-

তারিখঃ ---------- খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ মুস্তাকীন মীরান, ক্যাশিয়ার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কাহালু, বগুড়ায় কর্মকালীন আগষ্ট'১২ হতে ঋণের আদায়কৃত মোট ১৮,৭১,৫৪১/- (আঠার লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত একচল্লিশ) টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাত করেন; আত্মসাতের বিষয়টি আড়াল করার জন্য তিনি ভুয়া কাগজপত্র অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংক জমার রশিদ, ব্যাংক সীল, ব্যাংক স্থিতিপত্র ইত্যাদি তৈরীপূর্বক অফিসে রেকর্ড হিসাবে জমা দেখিয়ে কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করেন। উল্লিখিত আত্মসাতের কারণ জানতে চেয়ে তাকে পত্র দেয়া হলে তিনি অভিযোগ স্বীকার করে ডিসেম্বর'১৫ মাসের মধ্যে ০৪টি কিস্তিতে সমূদয় টাকা জমা প্রদানের সুযোগ চেয়ে আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ ২৪-৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ০৪টি কিস্তিতে আত্মসাতকৃত সমূদয় টাকা প্রাপ্য সার্ভিস চার্জসহ জমাদানের জন্য সুযোগ প্রদান করলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি মাত্র ৮০,০০০/-(আশি হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করেন। জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে ঋণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মতে অত্র দপ্তরের ১৫-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩৫২ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী চাওয়ায় গত ২৮-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনায় অভিযোগসমূহের তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সে মোতাবেক তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত যুব ঋণের আদায়কৃত মোট ১৮,৭১,৫৪১/- (আঠার লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত একচল্লিশ) টাকা আত্মসাতের অভিযোগসমূহ প্রমানিত হয়;

০৪। যেহেতু, নথিপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধান মতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত(Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাপূর্বক অত্র দপ্তরের ০১-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১৪৯ সংখ্যক পত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয় এবং তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার না করে উক্ত সময় কাহালু উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের অনুরোধ জানান। একই সাথে তার দায়ের অংশের টাকা প্রতিমাসে মূলবেতনের ১/৩ অংশ হারে এবং প্রতি ৩/৪ মাস পরপর অতিরিক্ত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা হারে জমা প্রদানের সুযোগ চান এবং সর্বশেষ তিনি বিভাগীয় মামলায় তার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপ না করার আবেদন জানান;

০৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তিন সদস্য বিশিষ্ট গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে সমুদয় অভিযোগ প্রমানিত হওয়া এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(২) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মতে ক্যাশিয়ার, জনাব জনাব মোঃ মুস্তাকীন মীরান-কে তার মূলবেতন পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য বর্তমান বেতনস্কেলের ০৩(তিন) ধাপ নিম্নে অবনমিতকরণ দণ্ড আরোপ করা হলো ; শাস্তির মেয়াদান্তে তিনি শাস্তি কালের জন্য কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না;

খ) একই সাথে তার কর্তৃক আত্মসাতকৃত যুব ঋণের ১৮,৭১,৫৪১/- (আঠার লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত একচল্লিশ) প্রতিমাসে তার মূল বেতনের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ হারে) হারে কর্তনপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে জমাদানের আদেশ দেয়া হলো; এইরূপ কর্তনের পর তার চাকুরিকালে সম্পূর্ন অর্থ পরিশোধ না হলে অবশিষ্ট টাকা তার গ্র্যাচুইটি হতে সমন্বয় করতে হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৯.২০১৫-২৭০,

তারিখঃ ২৫-০৯-২০১৬ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ
অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যাথে প্রেরণ করা হলো।

০১। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,বগুড়া।
০২। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা। পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো ।
০৪। নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/কল্যাণ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা(পত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়নে অনুরোধ করা হলো)।
০৫। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কাহালু, বগুড়া।
০৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কাহালু, বগুড়া-কে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরোপিত দণ্ড তার চাকুরি বহিতে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করতে এবং পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক অভিযুক্তের বেতন হতে কর্তনকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করতে অনুরোধ করা হলো।
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৮। জনাব মোঃ মুস্তাকীন মীরান, ক্যাশিয়ার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কাহালু,বগুড়া।
০৯। অফিস কপি।

Shahidul/E/Realse-302

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯